গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য জেলা পরিষদ
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
www.khdc.gov.bd

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অনুষ্ঠিত এনজিও বিষয়ক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ শেফালিকা ত্রিপুরা, চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ।
সভার তারিখ ও সময়	ঃ ২৮ আগস্ট ২০২৫, সকাল : ১১. ০০ ঘটিকা।
স্থান	ঃ সম্মেলন কক্ষ, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
আলোচনার সময়কাল	ঃ মে/২০২৪ হতে আগস্ট/২০২৫ পর্যন্ত।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/এনজিও প্রতিনিধিদের নামের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"-তে সংযুক্ত।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), জনাব রুমানা আক্তার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান এবং এতে কোনো সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতপর: সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ-

ক্রঃ নং	এনজিও এর নাম ও কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১.	**জাবারাং কল্যাণ সমিতি** ঃ- বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এনজিও সংস্থা জাবারাং কল্যাণ সমিতি তাঁদের উন্নয়ন প্রকল্পের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশন আকারে তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করা হয়। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, জনাব বিনোদন ত্রিপুরা তাঁদের উন্নয়ন প্রকল্পের গৃহীত কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টশন আকারে উপস্থাপন পূর্বক তাঁদের উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, তাঁদের সংস্থা বর্তমান ৭টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পের নাম- ১ ওয়াই-মুভস, ২। **Institutionalising Accountability in Health Systems to Improve Access to Service, ৩। ST-NRM (Revival of traditional crops & sustainable technologies for a resilient food system & sustainable natural resources management) 4. CII, 5. Emagency Appeal (EA)-26/2024,** ৬। সক্ষমতা (বাংলাদেশের তৃণমূল জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে জাবারাং কল্যাণ সমিতির সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প এবং **7. Health System Strengthening for primary Health Care Program (HSS4PHC).** **১। ওয়াই-মুভস ২য় পর্যায় ঃ** এই প্রকল্পটি প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এবং সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেবেলপমেন্ট কো অপারেশন এজেন্সি (সিডা) এর অর্থায়নে (বরাদ্দ ১৪,৮৭,৮৯৪/- টাকা) খাগড়াছড়ি সদর পেড়াছড়া ইউনিয়নাধীন পল্টনজয় পাড়া, বেলতলী পাড়া ও চেলাছড়া এলাকায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০২৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। **আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি** ঃ- পেরাছড়া এনসিটিএফ কমিটির সদস্যদের নিয়মিত মাসিক অধিবেশন, অংশগ্রহনকারী-৪৪জন, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ক স্থানীয় নেটওয়ার্কের ত্রৈমাসিক সভা, অংশগ্রহণকারী- ৪৭ জন, পেরাছড়া এনসিটিএফ কমিটির সদস্যদের নিয়মিত ত্রৈমাসিক এফজিডি, অংশগ্রহণকারী- ২৪ জন, খাগড়াছড়িতে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে প্রশাসনের জবাবদিহিতা অধিবেশন, অংশগ্রহণকারী- ৫৭ জন। **২। Institutionalising Accountability in Health Systems to Improve Access to Service** ঃ- এই কর্মসূচিটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার- খাগড়াছড়ি সদর ও মহালছড়ি উপজেলায় বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ এর আর্থিক সহায়তায় ফেব্রুয়ারি ২০২৫ হতে জানুয়ারি ২০২৬ সাল পর্যন্ত (২য় ধাপ)। কর্মসূচীর বাজেট ৫,৭১,০০০/- টাকা। এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে, অধিকতর কার্যকর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যা বাংলাদেশের নাগরিকদের জবাবদিহিমূলক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান। **আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি** ঃ- স্বাস্থ্য অধিকার ফোরাম সদস্যদের সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ-১টি (অংশগ্রহনকারী-২৩জন), মনোনীত স্কুলসমূহে পর্যায়ে যৌণ ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন-১টি (অংশগ্রহণকারী- ১৬৪ জন) ও নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস-২০২৫ উদযাপন-১টি (অংশগ্রহণকারী- ৬২ জন)। **৩। ST-NRM (Revival of traditional crops & sustainable technologies for a resilient food system & sustainable natural resources management)** ঃ- এটি টেবটেবা ফাউন্ডেশন, ফিলিপাইন এর অর্থায়নে (৫৪,১০,২৬০/ টাকা) খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ও মাটিরাঙ্গা উপজেলায়	উপস্থাপনার আলোকে চলমান প্রকল্পসমূহের উপকারভোগীদের প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে সেবা প্রদান সহ প্রকল্পের কার্যক্রম নিবিড় মনিটরিং এর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি।

	কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২৪ হতে মে ২০২৬ পর্যন্ত। আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ ত্রৈমাসিক সভা-১টি (অংশগ্রহণ- ০৭ জন), দ্বি-মাসিক সভা-০৬টি (অংশগ্রহণ- ১৮৯ জন), জেন্ডার সমতা ও জেন্ডার মূলধারাকরণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ-০১টি (অংশগ্রহণ-৩০ জন), জনগণের অধিকার, জলবায়ু পরিবর্তন, জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ আইনগত বিধি-বিধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ-১টি (অংশগ্রহণ- ৩১ জন) ও বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৫ উদযাপন-০১টি (অংশগ্রহণ- ৬৩ জন)। ৪। **CII (Creationg Jobs & Improving Incomes of women, ethnic communities & disadvantaged groups through marmet driven skill training & entrepreneurship development) ঃ** এটি ILO এর অর্থায়নে ১,৩৫,৬৫,৭০০/- টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ১১ আগস্ট ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। **আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ** জেন্ডার এন্ড এন্টারপ্রেনারিশপ টুগেদার বিষয়ে প্রশিক্ষণ-০১টি (অংশগ্রহণ-২৫ জন), **Apprenticeship Training Programmes** সম্পর্কে প্রকল্প স্টাফদের ওরিয়েন্টেশন (অংশগ্রহণ- ১৭ জন) এবং **Orientation & Planning Workshop for Implementing Partners in CHT** (অংশগ্রহণ- ০৮ জন)। ৫। **Emagency Appeal (EA)-26/2024 (Emergency & Recovery Assistance to Flood 2024 Affected People of North-easterm districts in Bangladesh) ঃ** এটি কারিতাস, বাংলাদেশ এর অর্থায়নে ৪৩,৬৩,১৭০/ টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার গোলাবাড়ি ও কমলছড়ি ইউনিয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ১ ডিসেম্বর ২০২৪ হতে ১৫ জুন ২০২৪ পর্যন্ত। **আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ** হাইজিন প্রোমোশন সেশন-৪৮টি (অংশগ্রহণ- ৯৪৯ জন), কাজের বিনিময়ে নগদ অর্থ সহায়তা এর স্কিম সংখ্যা- ০৩টি, কমলছড়ি ও গোলাবাড়ি ইউনিয়নে ০২টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ১টি প্রকল্প সমাপ্তকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং রিফ্রেকশন ও লেসন লার্ন্ট ওয়ার্কশপ-১টি। ৬। **সক্ষমতা ঃ-** প্রকল্পটি Pawanka Fund of RSF Social Finance (RSF) এর আর্থিক সহায়তায় (বরাদ্দ ৬০,৭৫,০০০/-) ০১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত মেয়াদে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। **আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ** সভা কক্ষে স্মার্ট টিভি সেটআপ- ০১টি, রিসোর্স মবিলাইজেশন কর্মশালায় ২৯ জন অংশগ্রহণ এবং ডাটা ম্যানেজমেন্ট পলিসি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় ৩০ জন অংশগ্রহণ। ৭। **Health System Strengthening for primary Health Care Program (HSS4PHC) ঃ-** প্রকল্পটি Global Affairs Canade (GAC) এর আর্থিক সহায়তায় (বরাদ্দ ৬০,৭৫,০০০/-) ০১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত মেয়াদে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী ক্ষমতায়ন, বাল্যবিবাহ রোধকরণ ও কিশোর-কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা বৃদ্ধিকরণ করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। **আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ** শিক্ষা অফিসের সাথে পরামর্শক্রমে খাগড়াছড়ি জেলার ৫টি উপজেলা হতে ৭০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে।		
০২.	**আনন্দ ঃ-** উপস্থিত প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল, জনাব শ্যামল রোজারিও জানান যে, বর্তমানে তাঁদের খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৬টি উন্নয়মূলক প্রকল্প চলমান রয়েছে। তিনি চলমান প্রকল্প গুলোর কার্যক্রম ও অগ্রগতি নিম্নরূপভাবে তুলে ধরেন:- প্রকল্পের নাম ঃ- 1. Vocational Training Center for the poor Community at Hilly Khagrachari Project. 2. Girls Hostel and Tailoring Training at Khagrachari Project. 3. Skill for Industry compititivens & Inuvation Program (SICIP). 4. Anando pre-school program. 5. Sustainable Credit and Development program. 6. Self-Help Renewable Engery Enterprise Foc. **1. Vocational Training Center for the poor Community at Hilly Khagrachari Project:** এই প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় Die Licht brucke-Germany এর অর্থায়নে মোট বরাদ্দ ২,২৫,১২,৪০৮/- টাকা (চলমান বছরে বরাদ্দ ৪৫,০২,৪৮২/- টাকা) ব্যয়ে পরিচালিত হয়ে	সংশ্লিষ্ট লাইন ডিপার্টমেন্ট এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।	আনন্দ, খাগড়াছড়ি।

আসছে। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত। কর্মমূখী কারিগরী প্রশিক্ষণ যেমন- ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, ওয়েল্ডিং ও টেইলরিং (মহিলাদের জন্য) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি, চাকুরী ও ব্যবসায় উৎসাহিত করা এবং আত্বনির্ভরশীল হতে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	ছাত্র ভর্তি	৬০ জন	৬০ জন	
০২	প্রশিক্ষণ ক্লাশ	৫০দিন	৫০দিন	
০৩	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	৫০দিন	৫০দিন	

2. Girls Hostel and Tailoring Training at Khagrachari Project: এই প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় Die Licht brucke-Germany এর অর্থায়নে মোট বরাদ্দ ১,৫৪,১০,০০০/- টাকা (চলমান বছরে বরাদ্দ ৩০,৮২,০০০/- টাকা) ব্যয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে। স্ট্রেনদেনিং অফ সেলফ এসটিম, স্ট্রেনদেনিং অফ সোস্যাল স্কিলস, এমপাওয়ারমেন্ট, ওমেন্স রাইট এবং বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে কারিগরি বই প্রদান এবং আত্বনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে থাকে।

প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	গার্লস হোষ্টেলে ছাত্রী ভর্তি	৩০ জন	৩০ জন	
০২	প্রশিক্ষণ ক্লাশ	৫০দিন	৫০দিন	
০৩	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	৫০দিন	৫০দিন	

3. Skill for Industry compititivens & Inuvation Program (SICIP) :- এই প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে মোট বরাদ্দ ৪৩,৬৬,০০০/- টাকা (চলমান বছরে বরাদ্দ ১০,৯১,৫০০/- টাকা) ব্যয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রকল্পের মেয়াদ ২৮/০৭/২০২৫ হতে ৩১/১২/২০২৬ পর্যন্ত। ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স (ইআইএম) ট্রেডের মাধ্যমে ১০০ জন বেকার যুবক-যুবতীদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ, বিনা খরচে থাকা-খাওয়া, কারিগরি বই প্রদান সহ প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি ব্যবস্থা এবং আত্নকর্মসংস্থান নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ-

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি	২৫ জন	২৫ জন	
০২	প্রশিক্ষণ ক্লাশ	১৬দিন	১৬দিন	

4. Anando pre-school program: প্রকল্পটি নিজস্ব অর্থায়নে (চলমান বছরে বরাদ্দ ৫,০০,০০০/- টাকা)) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দীঘিনালা উপজেলায়- বোয়ালখালী, মেরুং ও কাবাখালী ইউনিয়ন এবং রাঙ্গামাটি জেলার সদর ইউনিয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	ক্লাশ	৫৩৩ জন	৫৪৬ জন	১৩টি শিক্ষা কেন্দ্রে
০২	কমিটি মিটিং	২৬টি	২৬টি	প্রতি মাসে প্রতি শিক্ষা কেন্দ্রে ১টি
০৩	সুপারভাইজার কর্তৃক শিশুশিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন	৫২টি	৫২টি	প্রতি মাসে প্রতি শিক্ষা কেন্দ্রে ২টি
০৪	শিক্ষক মিটিং	০৪টি	০৪টি	প্রতি মাসে প্রতি ইউনিটে ১টি

5. Sustainable Credit and Development programe: এই প্রকল্পটি **Licht brucke Germany** অর্থায়নে (মোট বরাদ্দ ৫,০০,০০,০০০/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়- খাগড়াছড়ি সদর, দীঘিনালা, রামগড় ও মাটিরাঙ্গা উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা।

প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	সমিতি গঠন	৫ টি	৫ টি
০২	নতুন সদস্য ভর্তি	৩১৮ জন	২৭৮ জন
০৩	সঞ্চয় আদায়	৩৪,৫৮,৭৪৩/-	৩৯,৪২,৮৯৭/-
০৪	সঞ্চয় ফেরত	২২,৭৬,১১০/-	৩৬,৫৮,৯৭৭/-
০৫	ঋণ বিতরণ	২,৭৮,৭৭,০০০/-	১,৮৮,৭৭,০০০/-
০৬	ঋণ আদায়	৩,১৪,৩১,০০০/-	৩,৪৮,৫৭,৪৫৬/-

6. Self-Help Renewable Engery Enterprise Foc.: এই প্রকল্পটি **Licht brucke Germany**

<table>
<tr>
<td></td>
<td>অর্থায়নে (মোট বরাদ্দ ৩,৬৮,৭৫,০০০/- টাকা) খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার ০৫টি ইউনিয়নে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানী তৈরী ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব রোধ করাই হচ্ছে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।
প্রকল্পের অগ্রগতি:
<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>কার্যক্রম</th><th>লক্ষ্যমাত্রা</th><th>অর্জন</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>আবাসিক সুবিধা দিয়ে রিনিউবেল এনার্জি সিস্টেম ট্রেডের ২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান</td><td>১৫জন</td><td>১৫ জন</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>আন্তর্জাতিক ক্লিন এনার্জি দিবস-২০২৫খ্রি. উদযাপন</td><td>০১টি</td><td>০১টি</td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>লিঙ্গ সমতা নারী ও মানবাধিকার বিষয়ক আলোচনা সভা</td><td>০১টি</td><td>০১টি</td></tr>
<tr><td>০৪</td><td>পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলার ব্যবহার বিষয়ক প্রর্দশনী</td><td>০২টি</td><td>০২টি</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>০৩.</td>
<td><u>খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি</u> ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি জনাব মনিষা তালুকদার জানান যে, খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি কর্তৃক বর্তমানে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। তিনি প্রকল্পের অগ্রগতি সহ চলমান কার্যক্রম সমূহ তুলে ধরেন। প্রকল্পের নাম ঃ
ক. বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে শক্তিশালীকরণ (SMCD);
খ. প্রমোটিং রাইটস থ্রো মোবিলাইজেশন এন্ড এমপাওয়ারম্যান্ট (প্রাইম)

ক. বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে শক্তিশালীকরণ (SMCD) ঃ- এই প্রকল্পটি ব্রেড ফর ডি ওয়ার্ল্ড, জার্মানী অর্থায়নে (মোট বরাদ্দ ৩,৫১,৯২,২০০/- টাকা) খাগড়াছড়ি জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ সেপ্টেম্বর ২০২৩ হতে আগষ্ট ২০২৬ পর্যন্ত। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার উপর কার্যকর জবাবদিহিতা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>যে বিষয়ে কার্যক্রম</th><th>সংখ্যা (অংগ্রহণকারী/সুবিধাভোগীর সংখ্যা)</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>গ্রামের উদ্যোগে সহায়তা</td><td>১৩টি (অংশগ্রহণকারী-২১০ জন)</td></tr>
<tr><td>০২</td><td>আঞ্চলিক পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের সমন্বয় মিটিং</td><td>০১টি (অংশগ্রহণকারী-২৫ জন)</td></tr>
<tr><td>০৩</td><td>লিগ্যাল এইড ও মেডিক্যাল সাপোর্ট বিষয়ক কমিটির সভা</td><td>০১টি (অংশগ্রহণকারী-১০জন)</td></tr>
<tr><td>০৪</td><td>নারী নেতৃত্বে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ</td><td>০১টি (অংশগ্রহণকারী-২৮জন)</td></tr>
<tr><td>০৫</td><td>নারী নেতৃত্বের সম্মেলন</td><td>০১টি (অংশগ্রহণকারী-২৯জন)</td></tr>
<tr><td>০৬</td><td>লিগ্যাল এইড সহযোগীতা</td><td>০২টি</td></tr>
<tr><td>০৭</td><td>সহিংসতা শিকার নারীকে পূনরবাসন ও পরামর্শ</td><td>০৪জন</td></tr>
</table>
খ. প্রমোটিং রাইটস থ্রো মোবিলাইজেশন এন্ড এমপাওয়ারম্যান্ট (প্রাইম) ঃ- এই প্রকল্পটি ব্রেড ফর ডি ওয়ার্ল্ড, জার্মানী (বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের নেতৃত্বে) অর্থায়নে (মোট বরাদ্দ ১৭,৭৫,৪০০/- টাকা) খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকেল্পর মেয়াদ জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৭ পর্যন্ত। প্রকল্প এলাকার প্রথাগত প্রতিষ্ঠানসমূহে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ যুব নারী-নারীনেত্রী-আইনজীবীদের নিয়ে গঠিত এক্টিভিষ্ট ফোরামের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা, বাল্য বিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং প্রথাগত শাসন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্যাম্পিং, এক্টিভিষ্ট ফোরাম সদস্যদের জন্য মানবাধিকার ভিত্তিক এডভোকেসি ট্রেনিং, নারী প্রতিনিধিদের জন্য জেন্ডার ও নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং প্রথাগত শাসন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্কেল চীফ, হেডম্যান, এক্টিভিষ্ট ফোরাম এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে লবি মিটিং ইত্যাদি।</td>
<td>সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেল এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td>
<td>কে.এম.কে.এস. খাগড়পুর, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
<tr>
<td>০৪.</td>
<td><u>তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা</u> ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি জনাব মানস ত্রিপুরা জানান- তাঁদের সংস্থা কর্তৃক বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলায় উন্নয়নমূলক ৩টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলমান প্রকল্প সমূহের নাম ঃ
১। আস্থা;
২। PRLC (অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সহনশীল জীবিকার জন্য সহায়তা প্রকল্প);
৩। জাতি-গঠন এবং রুপান্তরের লক্ষ্যে ন্যায্যতা, অধিকার, পরামর্শ ও সম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (EMPOWERMENT);

১। আস্থা ঃ- এই প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ৯টি উপজেলাধীন মোট ৩৮টি ইউনিয়নে দাতা সংস্থা সুইজারল্যান্ড সরকারের সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলাপম্যান্ট এন্ড কো-অপারেশন এর অর্থায়নে (মোট বরাদ্দ ২,৭৪,৩১,৮৩৯/-) কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ ০১/১০/২০২৩ হতে ৩১/০৩/২০২৬ পর্যন্ত।

আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ উপজেলা পর্যায়ে ইয়ুথ গ্রুপ সক্রিয়করণ সম্পর্কিত সভা-৩টি</td>
<td>স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য প্রকল্পগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td>
<td>তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
(অংশগ্রহণকারী- ১৮৯ জন), শান্তি, সহনশীল এবং সামাজিক সম্প্রতি সৃষ্টিতে ইয়ুথ গ্রুপের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক ওরিয়েন্টেশন-৯টি (অংশগ্রহণকারী- ২৭০ জন), প্রচারাভিযান সম্পর্কিত আইইসি/শিক্ষা উপকরণ জুন মাসে ৬টি ইউনিয়নে বিতরণ করা হয়েছে, নাগরিক প্লাটপর্ম এর অভিজ্ঞতা বিনিময় বিষয়ক ত্রৈমাসিক ১টি সভা (অংশগ্রহণকারী- ৩০ জন), সরকারিক কর্মকর্তা এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ সভা-১টি(অংশগ্রহণকারী- ৩০ জন), প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সংবেদনশীল করে তোলার জন্য উঠান বৈঠক-৩২টি (অংশগ্রহণকারী- ৭০৪ জন), নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এ্যাডভোকেসী সভা-১টি (অংশগ্রহণকারী- ৩০ জন) ও নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে অবহিতকরণ সভা-১টি (অংশগ্রহণকারী- ৩০ জন)।

২। PRLC (অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সহনশীল জীবিকার জন্য সহায়তা প্রকল্প) ঃ- এই প্রকল্পটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর অর্থায়নে (মোট বরাদ্দ ৬,৩৬,৬৯,৯৫০/- টাকা) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার লক্ষীছড়ি উপজেলায় বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ০১ অক্টোবর ২০২৩ হতে ৩১ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের দরিদ্রতা হ্রাস এবং সহনশীল জীবিকাতে অবদান রাখা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ-
<table>
<tr><th>ক্র.নং</th><th>সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ</th><th>অর্জন</th></tr>
<tr><td>০১.</td><td>উচ্চমূল্যের ফসল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ-২টি</td><td>অংশগ্রহনকারী-৫০জন</td></tr>
<tr><td>০২.</td><td>গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্প-২টি</td><td></td></tr>
<tr><td>০৩.</td><td>কৃষক স্কুল মাঠ প্রশিক্ষণ-৫২টি</td><td>২০৮টি সেশন</td></tr>
<tr><td>০৪.</td><td>মা ও শিশু দলের সেশন-১২টি</td><td>অংশগ্রহনকারী-২৪০জন মা</td></tr>
<tr><td>০৫.</td><td>কিশোর-কিশোরী দলের সেশন-১২টি</td><td>অংশগ্রহনকারী-২৪০জন</td></tr>
<tr><td>০৬.</td><td>জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ-১টি</td><td>অংশগ্রহনকারী-১২০জন</td></tr>
<tr><td>০৭.</td><td>মা শিশুদের হোম ভিজিট-২৪২টি</td><td></td></tr>
</table>

৩। জাতি-গঠন এবং রূপান্তরের লক্ষ্যে ন্যায্যতা, অধিকার, পরামর্শ ও সম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ (EMPOWERMENT) ঃ- এই প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা, দীঘিনালা উপজেলা ও মহালছড়ি উপজেলায় দাতা সংস্থা GFA, Consulting Group, GmbH, Germany এর অর্থায়নে (মোট বরাদ্দ ৭,৬৭,৯৯,৯৯৯/-) কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ হতে ১৪ জুন ২০২৭ পর্যন্ত। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সিভিল সোসাইটি সংস্থা, কমিউনিটি-ভিত্তিক সংগঠন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর, প্রতিনিধিত্ব, স্বীকৃতি ও কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, যাতে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে, নীতি নির্ধারণে প্রভাব ফেলতে পারে, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিতির আওতায় আনতে পারে এবং অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিকার দাবি করতে পারে।

আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ- মাসিক স্টাফ সভা এবং ওরিয়েন্টেশন-২টি (অংশগ্রহনকারী-৪৪ জন), কমিউনিটি চেঞ্জ মেকার দল গঠন-৩৮টি (অংশগ্রহনকারী- ৭৬০ জন), কমিউনিটি চেঞ্জ মেকার দলের দ্বি-মাসিক সভা-১টি (অংশগ্রহনকারী- ২০ জন), সিবিও ও প্রকল্পের স্টাফদের জন্য ডু নু হার্ম প্রশিক্ষণ-১টি (অংশগ্রহনকারী- ৩৭ জন) এবং সিবিও ও প্রকল্পের স্টাফদের জন্য তথ্য অধিকার প্রশিক্ষণ-১টি (অংশগ্রহনকারী- ৩৬ জন)।
</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>০৫.</td>
<td>
<u>ব্র্যাক</u> ঃ- ব্র্যাক এনজিও সংস্থার উপস্থিত প্রতিনিধি জেলা সমন্বয়কারী, জনাব মোঃ আব্দুস সালাম জানান- তাঁর সংস্থা কর্তৃক বর্তমানে ৪টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প/কর্মসূচি চলমান রয়েছে। কর্মসূচী গুলো হচ্ছে - ১। ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচি, ২। ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি, ৩। ব্র্যাক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি ও ৪। ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি।

১। ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচিঃ-
ক) ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি ঃ ম্যালেরিয়া নির্মুলের লক্ষ্যে দাতা সংস্থা গ্লোবাল ফান্ড টু ফাইট এইডস, টিবি এন্ড ম্যালেরিয়া এর অর্থায়নে জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি ও ব্রাক যৌথভাবে খাগড়াছড়ি জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কর্মসূচীর অগ্রগতি ঃ ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্তের জন্য রক্ত পরীক্ষা- ১১,০৮৩ জন এবং ম্যালেরিয়া রোগী সনাক্ত ১০৩ জন, এ পর্যন্ত ৩৭০ জন রোগী সনাক্ত এবং ম্যালেরিয়া বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন-১০টি পরিচালিত হয়।
খ) যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ঃ- যক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ও ব্রাক যৌথ ভাবে এবং দাতা সংস্থা গ্লোবাল ফান্ড টু ফাইট এইডস, টিবি এন্ড ম্যালেরিয়া এর অর্থায়নে কার্যক্রম খাগড়াছড়ি
</td>
<td>সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেল এবং ম্যালেরিয়া ও যক্ষা প্রতিরোধ কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td>
<td>ব্র্যাক, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
</table>

জেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

কর্মসূচীর অগ্রগতি ঃ যক্ষা কফ পরীক্ষা- ১,৩৬৭ জন, কফ পরীক্ষার মাধমে যক্ষা রোগী সনাক্ত (পজিটিভ)- ১২১ জন এবং মোট চিহ্নিত যক্ষা রোগী- ৭৯০ জন।

২। **ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি ঃ-** শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে সরকারকে সহায়তা, দারিদ্যতা হ্রাস ভূমিকা পালন, সার্বজনীন শিক্ষা এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জনে সহায়তা সহ শিশু-কিশোর এবং যুবক-যুবতীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সম্পৃক্তরণ।

আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ ব্র্যাক প্রাক-প্রাথমিক স্কুল- ৪০টি, মোট শিক্ষার্থী- ৮৭২টি, শিক্ষিকাদের মাসিক রিফ্রেশার্স- ২০ জন, অভিভাবক সভা- ৭৬টি এবং স্কুল ভিজিট-৮২বার।

৩। ব্র্যাকের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি ঃ দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তরুনদের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কর্ম সুযোগ তৈরী করা, ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও কর্মক্ষেত্রে অর্জনকৃত দক্ষতার অনুসরণ ধারা বজায় রাখা।

আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ মোট শিক্ষার্থী ২৪০ জন, মোট দোকানদার- ১২০ জন ও টেকনিক্যাল ট্রেইনার- ২৫ জন। এছাড়াও নতুন প্রকল্প জুলাই-২০২৫ হতে জুন ২০২৬ এর জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪। মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি ঃ ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স (দাবি) ও মাইক্রোফাইন্যান্স (প্রগতি)।

ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স (দাবি) ঃ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দরিদ্র ও সম্পদহীন জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে গ্রামভিত্তিক সংগঠন তৈরী করে, সচেতন করা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান উন্নয়ন, আয়-উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে সুযোগ সৃষ্টির জন্য কৃষি ও অ-কৃষি খাতে ঋণ সহায়তার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা এবং মৃত্যু জনিত বীমা ও ঋণ মওকুফ করা।

ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স (প্রগতি) ঃ প্রগতি মানে প্রেরণা। গ্রাম, শহর ও শহরতলী এলাকায় আয়ের প্রবাহ বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাও এই কর্মসূচীর লক্ষ্য।

আলোচ্য সময়ে মাইক্রোফাইন্যান্স দাবি ও প্রগতি এর অগ্রগতি ঃ

ক্র. নং	কার্যক্রম	সুবিধাভোগী/প্রশিক্ষাণার্থী/গ্রাহক/কর্মশালা/অন্যান্য সংখ্যা	মন্তব্য
০১	**মোট গ্রাম সংগঠন**	**৭১০টি**	
০২	সদস্য সংখ্যা	৪৬,৪১০ জন	
০৩	নতুন সদস্য ভর্তি	১,৮৮৫ জন	
০৪	মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	২১,১৫৫ জন	
০৫	ঋণের বিতরণ	৩,১৫০.৩০ লক্ষ টাকা	
০৬	ঋণ আদায়	২৮,১৯৫.০০ লক্ষ টাকা	
০৭	ঋণের স্থিতি	১০,৫৪৯.৫০ লক্ষ টাকা	
০৮	সঞ্চয় স্থিতি	৪,৩১৮.০০ লক্ষ টাকা	

০৬. **<u>ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)</u> ঃ-** সমন্বয় সভায় উপস্থিত এরিয়া কোঅর্ডিনেটর, জনাব মোঃ আবদুর রহমান বলেন- সনাক মূলত উন্নয়নের জন্য সরকারি নীতি/ আইন, প্রক্রিয়া, চর্চা এবং ভুলের দৃষ্টান্ত ইত্যাদি সংস্কারের জন্য প্রবর্তক ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনগণের চাহিদা তৈরী এবং দুর্নীতি মোকাবেলা করতে জনগণের সামর্থ্যকে শক্তিশালী করা। তিনি আরো জানান- তাঁদের সংস্থা বর্তমানে Participatory Action aginst Corruption towards Transparency & Accountability (PACTA) নামে ১টি প্রকল্প FCDO (DFID), Embassy of Denmark, SIDA and SDC এর অর্থায়নে (০১/০১/২০২২ থেকে- ৩১/১২/২০২৬) ১৩,৮১,৪০৮/- টাকা (এক বছরের জন্য) ব্যয়ে খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলায় উন্নয়মূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আলোচ্য সময়ে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ ঃ

ক্র. নং	যে বিষয়ে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তার নাম	সুবিধাভোগী/প্রশিক্ষণার্থী/কর্মশাল.সংখ্যা	মন্তব্য
ক.	কমিউনিটি অ্যাকশন সভা	০১ টি, উপস্থিতি: ৩৩ জন	
খ.	কমিউনিটি মনিটরিং	১৯ টি, উপস্থিতি: ৬১ জন	
গ.	সনাক এর মাসিক সভা	০২ টি, উপস্থিতি: ২৫ জন	
ঘ.	ইয়েস এর মাসিক সভা	০১ টি, উপস্থিতি: ১০ জন	
ঙ.	সনাক এর কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় সভা	০২ টি, উপস্থিতি: ০৫ জন	
চ.	ভালনারেবল উইমেন বেনেফিট কর্মসূচী	০১ টি, উপস্থিতি: ০৩ জন	
ছ.	অ্যাকটিভ সিটিজেন গ্রুপ গঠন	০২ টি, উপস্থিতি: ১৯ জন	

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

টিআইবি ও সনাক, খাগড়াছড়ি

০৭. **<u>প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র</u> ঃ-** উপস্থিত প্রতিনিধি বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, জনাব সুনয়ন চাকমা জানান, তাঁদের সংস্থা নিজস্ব অর্থায়নে আয় ও কর্মসংস্থান মূলক কর্মসূচী অর্থ্যাৎ ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুঠির শিল্প, বিবিধ উৎপাদন, কৃষি প্রকল্প, দোকান, ব্যবসা, রিক্সা/ভ্যান, গবাদি পশু প্রতিপালন, ব্রয়লার

সংস্থার মাইক্রোক্রেডিট কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেল।

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র,

প্রতিপালন, কাচামাল ব্যবসায় ঋণ প্রদান করে থাকে।

আলোচ্য সময়ে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ ঃ-

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	মন্তব্য
০১	সমিতির সংখ্যা	৮৫০টি	৯৩২	
০২	সদস্য সংখ্যা	১১০০০	১৩০৮৯	
০৩	নতুন সদস্য ভর্তি	৪০০	৪২৩	
০৪	সদস্য বাতিল	-	৩৭৭	
০৫	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	১১০০	১০৮০	
০৬	ঋণ বিতরণ	৭,৯০,০০,০০০/-	১৬,৪৮,০৮,০০০/-	
০৭	ঋণ আদায়	৮,৫০,০০,০০০/-	৮,০১,৫৭,১০৯/-	
০৮	ঋণের স্থিতি	২৯,৫০,০৪,০০০/-	৩০,৭৪,৭৮,২১৪/-	
০৯	সঞ্চয় আদায়	১,৩০,০০,০০০/-	১,২৬,১২,৪৮৬/-	
১০	সঞ্চয় ফেরত	৮,৭০,০০,০০০/-	১,৬৮,২৭,৫৫২/-	
১১	সঞ্চয় স্থিতি	২৪,০৫,০০,০০০/-	২৪,৯০,১৯,৪৬৯/-	
১২	ঋন মওকুফ	-	১,৬৫,৩১৭/-	

খাগড়াছড়ি।

০৮. **<u>আলো</u>** ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি সুপার ভাইজার, জনাব তরুন চাকমা জানান- তাঁদের সংস্থা কর্তৃক ০২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্প নাম ঃ ১। RMC (Rural Micro Credit). ২। PRLC (Partnership for Resilient Livelihood in CHT Region.

১। RMC (Rural Micro Credit) ঃ প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার বোয়ালখালী, কবাখালী, মেরুং ও সদর ইউনিয়নে নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধাদি প্রদান সাপেক্ষে এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য বিমোচন তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

ক্র: নং	যে বিষয়ে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তার নাম	সুবিধাভোগী/প্রশিক্ষণার্থী/গ্রাহক/কর্মশালা ..সংখ্যা	মন্তব্য
১	ঋণ/ কিস্তি আদায়- ৭৯,০২৩/- টাকা	৩৫ জন	
২	ঋণ স্থিতি- ১৮,৫১,৯০১/- টাকা	৩৪৬ জন	
৩	সঞ্চয় আদায়- ২৩,৬১১/- টাকা	৮৪ জন	
৪	সঞ্চয় ফেরত- ৪০,৪৫১/- টাকা	১৫ জন	
৫	সঞ্চয় স্থিতি- ৬,৮৩,৯৭৬/- টাকা	৪৬৩ জন	
৬	সার্ভিস চার্জ আদায়- ৬৯,৮৭৭/- টাকা	৩৫ জন	
৭	সদস্য বাতিল	০৯জন	
৮	মোট ঋণীর সংখ্যা	৩৪৬ টি	
৯	মোট সমিতির সংখ্যা	৩৩ টি	
১০	মোট সদস্য সংখ্যা	৪৬৩ জন (মহিলা-৪৪০জন ও পুরুষ-২৩জন)	

২। PRLC (Partnership for Resilient Livelihood in CHT Region ঃ- প্রকল্পটি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এর অর্থয়ানে (মোট বরাদ্দ ৬,৪০,৭৪,৮৪০/-) অক্টোবর ২০২৩ হতে অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত মেয়াদে গুইমারা সদর, হাফছড়ি ও সিন্দুকছড়ি ইউনিয়ন, গুইমারা উপজেলায় লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, পুষ্টির মান উন্নয়ন ও সেফটি নেট এর আওতায় আনয়নের জন্য সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন পূর্বক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ কৃষক মাঠ স্কুল সেশন-৪১৬টি (অংশগ্রহণকারী- ১৩৬০ জন), শিখন প্লট স্থাপনের জন্য ক্যাশ সাপোর্ট- ২৬ জন, মা ও কিশোরীদের পুষ্টি বিষয়ক সেশন-১২টি (অংশগ্রহনকারী- ২০৭ জন), ভেক্সিনেশন ক্যাম্পেইন- ১টি, সরকারি সেবা বিষয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে গণশুনানি-০৩টি (অংশগ্রহণকারী- ৯৫ জন), বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য মেলা-০৩টি এবং মা দলের মাঝে চারা ও সবজি বীজ বিতরণ- ৯৯ জনকে।

বিগত ০৮/১১/২০২২খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার বিবিধ আলোচনার ২নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "ছক" মোতাবেক মাইক্রোক্রেডিট প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেয়া গেল।

আলো, খাগড়াছড়ি।

০৯. **<u>দি লেপ্রসি ইন্টারন্যাশনাল-বাংলাদেশ</u>** ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি জনাব বীরমোহন ত্রিপুরা জানান- তাঁদের স্বাস্থ্য সেবামূলক প্রকল্প **সিএইচটি লেপ্রসি কন্ট্রোল এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট** এর গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি জানান তাঁদের প্রকল্পটি দি লেপ্রসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল-ইউকে এর অর্থায়নে (মোট বরাদ্দ ২,৭৭,২৮,৮৩৭/- টাকা) চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ২০২১-২০২৫ পর্যন্ত। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত, শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বাস্থ্য সেবা সমূহ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান ও স্ব-পরিচর্যা অনুশীলন উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অবস্থা উন্নয়ন করাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ দীঘিনালাতে =০৩ জন (পিবি), রামগড়ে =০১ জন (পিবি), সর্বমোট =০৪ জন (পিবি) নতুন কুষ্ঠ রোগী সনাক্ত করা হয়েছে এবং চিকিৎসাধীন রোগী সংখ্যা= ৮১ জন (এমবি-২৭, পিবি-৫৪)।

কুষ্ঠ রোগ প্রতিরোধে প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

দি লেপ্রসি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, খাগড়াছড়ি।

<table>
<tr>
<td>১০.</td>
<td><u>পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র</u> ঃ- সভায় অনুপস্থিত এবং কার্যক্রমের প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি বিধায় কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যায়নি।</td>
<td>সংস্থার প্রধানকে নিয়মিত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া গেল।</td>
<td>পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
<tr>
<td>১১.</td>
<td><u>কাবিদাং</u> ঃ- সভায় উপস্থিত প্রতিনিধি প্রকল্প সমন্বয়কারী, জনাব তন্ময় চাকমা জানান, তাঁদের সংস্থা কর্তৃক বর্তমানে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প খাগড়াছড়ি জেলায় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যথা-
১। Promotion of Agro-ecology Practices in the Chattogram Hill Tracts-Bangladesh (PAEP-II) ঃ- প্রকল্পটি ফ্রান্স সরকার ও কারিতাস ফ্রান্স এর অর্থায়নে (চলমান অর্থবছরে বরাদ্দ ৮,৫৩,১৬৩/- টাকা) মানিকছড়ি উপজেলায় বাটনাতলী ইউনিয়ন ও ৪ নং তিন টহরী ইউনিয়নে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু সহনশীল, কৃষি পরিবেশের গবেষণা ও উন্নয়নে সমন্বিত সহযোগিতা এবং খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়ন ঘটানোই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

২। Parbatta Zela Shishu Unnayan Prokalpa (Intervention-Empowering CHT Communities through Sustainable Livelihoods–ECCSL)ঃ- প্রকল্পটি কম্পোশান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর অর্থ ও কারিগরি সহযোগীতায় আগাপে কর্তৃক বাস্তবায়িত Parbatta Zela Shishu Unnayan Prokalpa প্রকল্পের Intervention-Empowering CHT Communities through Sustainable Livelihoods–ECCSL নামে আগাপে ও কাবিদাং পার্টনারশীপে খাগড়াছড়ি জেলায় সদর উপজেলায় ৪নং পেরাছড়া ইউনিয়নের ছোলাছড়া পাড়া এলডিসি ও পৌরসভার খাগড়াপুর পাড়া এলডিসিতে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২৫ হতে আগস্ট ২০২৭ পর্যন্ত। উক্ত প্রকল্পের বাজেট ৭৭,৯৯,১২০/- টাকা এবং সর্বমোট উপকারভোগীর সংখ্যাা ৬৫৫জন।

আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ-
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>গৃহীত কার্যক্রমের নাম</th><th>সুবিধাভোগীর সংখ্যা</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>ক.</td><td>সিএএলসি মিটিং ৭টি পাড়ায় ৭টি</td><td>৭১৬জন</td><td>উপকারভোগীরা গ্রামের মধ্যে গবাদিপশু পালন, চাষাবাদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং এগুলো উত্তরনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাচ্ছে।</td></tr>
<tr><td>খ</td><td>নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করার জন্য খানা জরিপ এর কাজ চলমান</td><td></td><td></td></tr>
</table></td>
<td>সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেল এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td>
<td>কাবিদাং, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
<tr>
<td>১২.</td>
<td><u>কারিতাস, বাংলাদেশ</u> ঃ- সভায় উপস্থিত প্রতিনিধি মাঠ কর্মকর্তা, জনাব সাধন কৃষ্ণ চাকমা জানান- তাঁদের সংস্থা কর্তৃক বর্তমানে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে যথা ঃ ১। সিপিপি পিএইপি প্রকল্প-২ (সিএইটি), ২। প্রতিবন্ধী, প্রবীণ এবং মাদকাসক্তদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ (এমসডিডিবি) ও ৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা (ইপিডিসি-সিএইচটি)।

১। সিপিপি পিএইপি প্রকল্প-২ (সিএইটি) ঃ- প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলায় ৩টি ইউনিয়নে দাতা সংস্থা AGENCE FRANCAISE DEVELOPMENT এর অর্থায়নে চলমান অর্থবছরে (মোট বরাদ্দ ২৭,৫৩,৭০০/-) ৬,২৪,২৮১/-টাকা ব্যয়ে চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। এই প্রকল্পের কার্যক্রম হচ্ছে অর্গানিক ফার্মিং প্র্যাকটিস (সব্জী, ধান, অর্থকরী), জুম চাষাবাদ (আপ-গ্রেড), মাল্টিস্টোরিড হর্টিকালচার, স্মল লাইভস্টক ও পোল্ট্রি, নার্সারী, ফিস কালচার, যুবক ও মহিলা উদ্যোক্তা, সোস্যাল টেশনিক্যাল এনিমেটর, মৌ চাষ ইত্যাদি।

আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ- কমিউনিটি কৃষি শিক্ষা কেন্দ্র সভা-২৬টি, অংশগ্রহণকারী-১২৬৮ জন, গবাদি পশু-পাখির রোগ বালাই প্রতিরোধ করার জন্য ৭৩ পরিবারের বিনা মূল্যে ৩০০টি ছাগলের পিপিআর টিকা এবং ৩৫০টি মুরগির আরডিভি টিকা প্রদান করা হয়, ইউনিয়ন লেভেল এ্যাডভোকেসি এন্ড নেট ওয়ার্কিং ফোরাম এর -৩টি সভা (অংশগ্রহণকারী- ৪৫ জন), উপজেলা লেভেল এ্যাডভোকেসি এন্ড নেট ওয়ার্কিং ফোরাম এর -১টি সভা (অংশগ্রহণকারী- ১৫ জন), বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৫ উদযাপন (অংশগ্রহণকারী- ৫০ জন) এবং লাউদাতো-সি সপ্তাহ-২০২৫ উদযাপন (অংশগ্রহণকারী- ৫০ জন)।

২। প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য একীভূত কমিউনিটি প্রকল্প (এসডিডিবি) ঃ- এটি খাগড়াছড়ি জেলার সদর ইউনিয়নে কারিতাস জার্মানী ও বিএমজেড এর আর্থিক সহায়তায় চলমান বছরে ৪০,০০০/- টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি সদর ইউনিয়নে চলমান রয়েছে। এটি মূলত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের</td>
<td>সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেল এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।</td>
<td>কারিতাস, বাংলাদেশ, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>শিক্ষা মূলধারায় অংশগ্রহণ, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রদান, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ প্রদান, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে এডভোকেসি এবং লভিং মাধ্যমে প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা কর্মসূচী (ইপিডিসি-সিএইচটি) ঃ- প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা, দীঘিনালা ও সদর উপজেলায় Kindermissions werk Germany এর অর্থায়ণে চলমান বছরে ৭৬,৭২০/- টাকা ব্যয়ে চলমান রয়েছে। এর মেয়াদ মার্চ ২০২৫ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দূর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকা সমূহের অন্তত ১৫০০ শিশুর জন্য মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১৩.</td><td><u>ওয়াইডব্লিউসিএ</u> ঃ সভায় অনুপস্থিত এবং কার্যক্রমের প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি বিধায় কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যায়নি।</td><td>সংস্থার প্রধানকে নিয়মিত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া গেল।</td><td>ওয়াইডব্লিউসিএ খাগড়াছড়ি।</td></tr>
<tr><td>১৪.</td><td><u>আগাপে</u> ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি প্রকল্প ব্যবস্থাপক, জনাব দিলীপ কুমার ত্রিপুরা জানান- খাগড়াছড়ি জেলায় কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর অর্থায়নে বর্তমানে ৩টি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে।
প্রকল্পের নাম ঃ
১। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-খাগড়াপুর, বিডি-৫১৬।
২। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-চেলাছড়া, বিডি -৫১৯।
৩। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-রামগড়, বিডি-৫১৫।

১। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-খাগড়াপুর, বিডি-৫১৬ ঃ- প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি সদরে অর্ন্তগত খাগড়াপুর, ধর্মঘর, বড়পাড়া, হাদুকপাড়া, ইসলামপুর, শালবন ও কুমিল্লাটিলা এলাকার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ৩৫৩ জন দরিদ্র-অসহায় ও এতিম শিশুদের নিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও নৈতিক চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে প্রায় ১২ বছর ধরে কাজ করে আসছে। দাতা সংস্থা ক্যম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর অর্থায়নে চলমান বছরে ১,০১,৯১,৭৪৫/- টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ১লা জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৮ পর্যন্ত।

২। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-চেলাছড়া, বিডি -৫১৯ ঃ- এটি খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ৪নং পেরাছড়া ইউনিয়নের অর্ন্তগত চেলাছড়া পাড়া, পল্টনজয়পাড়া, লারমাপাড়া, বাউরাপাড়া ও পেরাছড়া গ্রামের ৩৩৫ জন শিশুদের নিয়ে প্রায় ১২ বছর ধরে কাজ করে আসছে । এখানে গর্ভবতী মা রয়েছে, যাদেরকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সেবা ও খরচ বহন করা হয়। দাতা সংস্থা ক্যম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর অর্থায়নে চলমান বছরে ১,২৪,৮৬,১৭৮/- টাকা ব্যয়ে চলমান রয়েছে।

৩। পার্বত্য জেলা শিশু উন্নয়ন প্রকল্প-রামগড়, বিডি-৫১৫ ঃ- প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় পৌরসভার অধীনে দারোগাপাড়া, চৌধুরীপাড়া, ফেনীরকুল, মাস্টারপাড়া ও মহামুনি পাড়ার এলাকার ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ২৯৬ জন দরিদ্র-অসহায় ও এতিম শিশুদের নিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও নৈতিক চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে প্রায় ১১ বছর ধরে কাজ করে আসছে । দাতা সংস্থা ক্যম্প্যাশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর অর্থায়নে চলমান বছরে মোট বরাদ্দ ১,০১,৫৯,০৮২/- টাকা ব্যয়ে চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ
<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>যে বিষয়ে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে তার নাম</th><th>সুবিধাভোগী</th><th>মন্তব্য</th></tr>
<tr><td>১</td><td>স্কুল ফি-বেতন</td><td>৯৮৫জন শিশু</td><td>৩৪০জনকে স্কুল, কলেজ ও অনার্স ফিস দেওয়া হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>২</td><td>স্কুল সরঞ্জাম-</td><td>৯৮৫জন শিশু</td><td>৬১৯ জনকে শিশুকে খাতা, কলম,প্লেট, পেন্সিল, রাবার, কাটার, ৫০ জনকে শিশু আর্ট সামগ্রী এবং ৫০জনকে কলেজ ড্রেস প্রদান করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>সপ্তাহে পাঁচদিন কোচিং প্রদান</td><td>৯৮৫জন শিশু</td><td>৪-৬ বছরের ৫৫জন শিশুকে বর্ণমালা, ছড়া, সংখ্যা , এবিসি এবং ৬০জন শিশুকে সপ্তাহে ২দিন ড্রয়িং শেখানো হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>চিকিৎসা</td><td>৯৮৫জন শিশু</td><td>সাধারণ চিকিৎসা ১৩০ জন এবং মেজর চিকিৎসা ২জনকে দেয়া হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>পুষ্টিকর খাবার</td><td>৯৮৫জন শিশু</td><td>৩০৮ শিশুকে পুষ্টিকর খাবার হিসেবে ডাল-২কেজি, তৈল-২লিটার, নডুলস-১৬প্যাকেট প্রদান করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>স্বাস্থ্য সরঞ্জাম-</td><td>৯৮৫জন শিশু</td><td>৮২৪ জন শিশুকে ব্রাশ, টুথপেষ্ট, সাবান, স্বাস্থ্য সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>অন্যান্য স্বাস্থ্য সরঞ্জাম</td><td>৯৮৫জন শিশু</td><td>৪১১ জনকে বয়:সন্ধিকালীন স্যানিটারী প্যাড প্রদান করা হয়।</td></tr>
<tr><td>৮</td><td>বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও খেলাধূলা সংক্রান্ত</td><td>৯৮৫জন শিশু</td><td>-</td></tr>
<tr><td>৯</td><td>শিশুদের পরিবার পরিদর্শন</td><td>৯৮৫জন শিশু</td><td>৩০০ টি শিশুদের পরিবার পরিদর্শন করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>১০</td><td>অবিভাবক সমাবেশ</td><td>৯৮৫জন শিশু</td><td>২৩০ অভিভাবকদের সাথে নিয়ে সভা করা হয়েছে।</td></tr>
</table></td><td>শিশুদের শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসহ ও বিভিন্ন উপকরণ যথাযথভাবে বিতরণ করতে হবে।</td><td>আগাপে, খাগড়াছড়ি।</td></tr>
</table>

১১	নাচ ও গান	৯৮৫জন শিশু	৮৫ জনকে সপ্তাহে ২দিন নাচ মেয়েকে নাচ ও গান শিখানো হচ্ছে।
১২	উপহার বিতরণ	৯৮৫জন শিশু	৬০ জন শিশুকে স্পন্সর পাঠানোর জন্মদিন ও পারিবারিক উপহার দিয়ে শার্ট, প্যান্ট, স্কুল ব্যাগ, জুতা, চাল, বিস্কুট, ফল, চেয়ার, টেবিল, ছাগল, তোষক ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে।
১৩	চাইল্ড সার্ভাইভাল প্রোগ্রাম	৯৮৫জন শিশু	* ১৫জন শিশু পরিবারকে পুষ্টিকর খাবার হিসেবে চাল-৩০ কেজি, ডাল-২কেজি, তৈল-২লি:, ডিম-২০পিস প্রদান।

১৫. <u>নোয়াখালী রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এনআরডিএস)</u> ঃ- সভায় উপস্থিত প্রতিনিধি, শাখা ব্যবস্থাপক, জনাব রিক্তা আক্তার ঋতু জানান, তাঁদের সংস্থা জেলায় মাইক্রোক্রেডিট কর্মসূচী চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	সমিতির সংখ্যা	৬৬	৬৬
০২	সদস্য সংখ্যা	২২০০	২১৬৮
০৩	নতুন সদস্য ভর্তি	৪০	৩৭
০৪	সদস্য বাতিল	০	২৯
০৫	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	১৬৮২	১৬৪১
০৬	ঋণ বিতরণ	১,৪৬,০০,০০০/-	১,০১,১০,০০০/-
০৭	ঋণ আদায়	১,৪০,০৫,৪৮৮/-	৯৯,০৫,৪৮৮/-
০৮	মোট ঋণ স্থিতি	৬,৮৫,৬৫,২৭৭/-	৬,৭২,৭০,৭৮৯/-
০৯	সঞ্চয় আদায়	৬,০০,০০০/-	৩,৭৩,৩৭৯/-
১০	সঞ্চয় ফেরত	০	১০,২৩,৮৯৬/-
১১	সঞ্চয় স্থিতি	৩,৯৯,৬৫,৪১৬/-	৩,৯৭,৩৮,৭৯৫/-
১২	সঞ্চয় উত্তোলন	০	১১,২৩,৮৯৫/-

সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হওয়া গেল এবং ঋণ কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

এনআরডিএস, খাগড়াছড়ি।

১৬. <u>আশা</u> ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি জেলা ব্যবস্থাপক, জনাব মোঃ কবীর হোসেন জানান যে, তাঁদের সংস্থা সহজ শর্তে মাইক্রোক্রেডিট কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে। তবে তাঁর সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

সংস্থার প্রধানকে নিয়মিত সভায় উপস্থিতিসহ সংস্থার প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেয়া গেল।

আশা, খাগড়াছড়ি।

১৭. <u>বুরো বাংলাদেশ</u> ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি শাখা ব্যবস্থাপক, জনাব ইমাম শরীফ চৌধুরী জানান যে, তাঁদের সংস্থা সহজ শর্তে মাইক্রোক্রেডিট কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে। তবে তাঁর সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত অগ্রগতির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

সংস্থার প্রধানকে নিয়মিত সভায় উপস্থিতিসহ সংস্থার প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেয়া গেল।

বুরো বাংলাদেশ, খাগড়াছড়ি।

১৮. <u>রিপ্রোডাকটিভ হেলথ সার্ভিসেস ট্রেনিং এন্ড এডুকেশন প্রোগ্রাম</u> ঃ- সভায় অনুপস্থিত বিধায় কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যায়নি।

সংস্থার প্রধানকে নিয়মিত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য তাগিদ দেয়া হল।

আরএইচস্টেপ খাগড়াছড়ি।

১৯. <u>আইডিএফ</u> ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি উপজেলা সমন্বয়কারী, জনাব মো: আতিকুর রহমান জানান যে, তাঁদের সংস্থা সহজ শর্তে মাইক্রোক্রেডিট কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে।

"ছক" মোতাবেক মাইক্রোক্রেডিট প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেয়া গেল।

আইডিএফ, খাগড়াছড়ি।

২০. <u>গ্রীন হিল</u> ঃ- উপস্থিত প্রতিনিধি জেলা সমন্বয়কারী, জনাব রুপান্ত চাকমা জানান, তাঁর সংস্থা কর্তৃক বর্তমানে এ্যাডভান্সিং ইফনিভারসেল হেলথ কভারেজ প্রকল্প (এইউএইচসি) ও সিইএমবি (কমবেটিং আরলি ম্যারেজ ইন বাংলাদেশ নামে ২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। তিনি প্রকল্পের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন ঃ-

১। ইউএসএইড-ম্যাটারনাল ও চাইল্ড হেলথ ইন সিএইচটি এক্টিভিটিঃ- প্রকল্পটি খাগড়াছড়ি জেলায় পানছড়ি, মহালছড়ি, মানিকছড়ি, মাটিরাঙ্গা, রামগড় ও লক্ষীছড়ি উপজেলায় স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, সাধারণ রোগের চিকিৎসা, প্যাথলজি সেবা, ইপিআই, রেফারেল ব্যবস্থা, যোগাযোগের মাধ্যমে আচরণগত পরিবর্তন, পুষ্টি ও জেন্ডার বিষয়ে সেবামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইউএসএআইডি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফান্ড আপতত স্থগিত হওয়ায় গ্রীন হিল সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ হতে ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৮ পর্যন্ত।

আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ

ক্র. নং	যে বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার নাম	সুবিধাভোগী/গ্রাহকসংখ্যা	মন্তব্য
০১	মোট গর্ভবতী সেবা	২১৪ জন	
০২	নিরাপদ প্রসব সেবা	৫৩ জন	
০৩	নিরাপদ প্রসব সেবা (রেফার)	১২ জন	
০৪	গর্ভোত্তর সেবা (পিএনসি ১ম থেকে ৪র্থ ভিজিট)	৮২ জন	
০৫	সাধারণ সর্দি কাশি	৩০ জন	
০৬	ডায়রিয়া	০৭ জন	

নিরাপদ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণের নিমিত্তে প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

গ্রীন হিল, খাগড়াছড়ি।

০৭	প্রজনন তন্ত্রের সংক্রমণ চিকিৎসা	০২ জন	
০৮	অন্যান্য পরিবার পরিকল্পনা সেবা	০২ জন	
০৯	ইপিআই অংশগ্রহণ	০কেন্দ্র	
১০	সাধারণ রোগের চিকিৎসা	৭২ জন	
	মোট সেবার পরিমাণ	৪৭৪ জন	

২। Strenghtening Maternity & child Health Service Delivery for the marginalized community in CHT through Green Hill (SMCHSD) Project :- প্রকল্পটি দাতা সংস্থা ইউএনএফপিএ এর অর্থায়নে মোট বরাদ্দ ৯৭,৬৭,৫০২/- টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি জেলায় ০৮টি উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। সমন্বিত যৌন ও পুনঃপ্রজনন স্বাস্থ্য সেবাসহ পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের গুণগত মান উন্নয়ন ও অভিগম্যতা/সহজলভ্যতা বৃদ্ধিকরণ এবং লিঙ্গ সমতা ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

আলোচ্য সময়ে অগ্রগতি ঃ- গর্ভবতী মহিলার উপস্থিতি খাবার- ৭২ জন, ডেলিভারী রোগীকে যাতায়াত ভাতা- ৬৮ জন, রেফারেল- ১৪ জন, জরুরি সিজারিয়ান-০৭ জন ও সেবাগ্রহণকারীদের- ২১১ জনকে যাতায়াত/পরিবহন ব্যবস্থা করা হয়।

২১.	**ইপসা- ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন** ঃ- সভায় উপস্থিত প্রতিনিধি জনাব উজ্জল চাকমা তাঁদের সংস্থা সহজ শর্তে মাইক্রোক্রেডিট কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে। আলোচ্য সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ ঋণ বিতরণ ৫,৩৩,৪২,০০০/- টাকা, সদস্য সংখ্যা- ৩৩০২ জন।	"ছক" মোতাবেক মাইক্রোক্রেডিট প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেয়া গেল।	ইপসা, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি।
২২.	**তারুম ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন** ঃ- সভায় অনুপস্থিত বিধায় কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যায়নি।	সংস্থার প্রধানকে নিয়মিত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া গেল।	টিডিও, রাঙ্গামাটি।
২৩.	**প্রোগ্রেসিভ** ঃ- সভায় অনুপস্থিত বিধায় কার্যক্রম সম্পর্কে জানা যায়নি।	সংস্থার প্রধানকে নিয়মিত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া গেল।	প্রোগ্রেসিভ, খাগড়াছড়ি।
২৪.	**টংগ্যা, উদ্দীপন ও সীমান্তিক তিনটি এনজিও সংস্থা সম্পর্কে আলোচনা** ঃ- আলোচনায় জানা যায়, এই তিনটি এনজিও সংস্থা নতুন প্রকল্প নিয়ে খাগড়াছড়িতে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। সভায় টংগ্যা ও উদ্দীপন এনজিও সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। তবে খাগড়াছড়ি জেলায় নতুন এনজিও হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিতি নিশ্চিতের লক্ষ্যে উক্ত তিনটি এনজিও সংস্থা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদনের কপিসহ প্রয়োজনীয় পত্রাদি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।	তিনটি এনজিও সংস্থা খাগড়াছড়ি জেলায় নতুন এনজিও হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পত্রাদি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেয়া গেল।	টংগ্যা, উদ্দীপন ও সীমান্তিক, খাগড়াছড়ি।

<u>বিবিধ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ -</u>

সভায় এনজিওসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা ও বিভিন্ন সরকারি নির্দেশনা, ঋণ ও অন্যান্য মাসিক কার্যক্রম অগ্রগতির প্রতিবেদন, পরবর্তী সভা অনুষ্ঠান ও বিবিধ আলোচনা সংক্রান্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ-

১। এনজিও সমূহকে **মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি** অনুযায়ী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমে মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। আগামী সমন্বয় সভায় তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা, খাগড়াছড়ি তাঁদের উন্নয়ন প্রকল্পের গৃহীত কার্যক্রমের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করবেন।

৩। এনজিও সংস্থাসমূহকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত এবং তথ্য গোপন করে কোন কার্যক্রম পরিচালনা না করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪। পরবর্তী সভায় এনজিও সংস্থাসমূহের প্রধানদের উপস্থিত থাকার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে যদি কোন উপযুক্ত কারণে সংস্থা প্রধান উপস্থিত থাকতে না পারেন, তবে সমসাময়িক কর্মকর্তা মনোনয়ন পূর্বক প্রতিনিধি প্রেরণ করতে হবে।

৫। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জীবন-জীবিকায়ণসহ এনজিওসমূহের সকল উন্নয়ন প্রকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য UNDP ও ILO কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের ডিস্ট্রিক অফিসার/জেলা সমন্বয়কারী/উপযুক্ত প্রতিনিধিকে পরবর্তী সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৭। এনজিও সংস্থাদের দ্বি-মাসিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর/২০২৫খ্রি.) অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫/১১/২০২৪খ্রি. তারিখের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খাগড়াছড়ি-তে প্রেরণ করতে হবে।

৮। দাপ্তরিক কার্যক্রম দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এনজিও বিষয়ক নোটিশ, প্রতিবেদন এবং অন্যান্য কার্যক্রম ইমেইলের মাধ্যমে আদান-প্রদান করতে হবে। এনজিও সমূহের দাপ্তরিক দ্বি-মাসিক প্রতিবেদন হার্ডকপি সরাসরি/ডাক যোগে এবং সফট কপি (এম. এস. ওয়ার্ড/SutonnyMJ ফন্টে) ই-মেইলের (atish.khdc@gmail.com) মাধ্যমে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে এবং (adceduictkhagrachari@mopa.gov.bd) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খাগড়াছড়িতে প্রেরণ করতে হবে।

পরিশেষে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তবলী ও উন্নয়ন প্রকল্পের যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, পরবর্তী সভায় সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি বিভাগ এবং এনজিও সংস্থাদের শতভাগ উপস্থিতি কামনা করে সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(শেফালিকা ত্রিপুরা)
চেয়ারম্যান
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
ও
সভাপতি
জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় কমিটি
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

স্মারক নং-২৯.২৩৬.০১৯.৩৩.০১.০৩৭.২০১৩-১৭৫২

তারিখ ঃ ১৬ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
৩১ আগস্ট, ২০২৫খ্রি.

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি /কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১। চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
২। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, উপদেষ্টার কার্যালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব, সমন্বয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৬। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পষিদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৭। সার্কেল চীফ, মং সার্কেল, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৮। সিভিল সার্জন, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৯। নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পষিদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
১০। সিনিয়র সহকারী সচিব, সমন্বয়-২, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
১২-১৪। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/জেলা সমাজসেবা বিভাগ/পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
১৫-২১। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা/জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/জেলা সমবায় কর্মকর্তা/উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর/জেলা শিক্ষা অফিসার/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/জেলা প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
২২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সহকারী, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে)।
২৩। ....(এনজিও), খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
২৪। সংশ্লিষ্ট কপি।

(রুমানা আক্তার)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)
ও
সদস্য সচিব
জেলা এনজিও বিষয়ক সমন্বয় কমিটি
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।